



শান্তি

শৃঙ্খলা

উন্নয়ন

নিরাপত্তা

সর্বত্র

আমরা



মৌলিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর যোগ্যতা	প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী	প্রাপ্ত সুবিধা সমূহ
০১	গ্রামভিত্তিক অস্ত্রবিহীন ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ (পুরুষ ও মহিলা)	* প্রশিক্ষণার্থীর জাতীয় পরিচয় পত্র থাকতে হবে। * প্রশিক্ষণার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ হতে সর্বোচ্চ ৩০ বছর হতে হবে। * শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে তবে এস.এস.সি বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রীধারীগণকে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। * ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্র থাকতে হবে। * আনসার ও ভিডিপির প্লাটুনভুক্ত সদস্য হতে হবে।	* আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রশিক্ষণ নির্দেশিকার আলোকে জেলা কমান্ড্যান্ট আর্থিক বৎসর শুরু হওয়ার আগেই উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তাগণের সুপারিশ মোতাবেক গ্রাম নির্বাচন করেন। * সংশ্লিষ্ট গ্রামে ৩২ জন পুরুষ ও ৩২ জন মহিলার সমন্বয়ে গঠিত ২টি প্লাটুনকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। * গ্রামের সুবিধাজনক স্থানে ১০ (দশ) দিনের এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। * একটি গ্রামে একবার এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। * প্রশিক্ষণে ০৮ (আট) জন অতিথি বক্তা বিভিন্ন ডুব বিষয়ের উপর বিশেষ বক্তব্য প্রদান করেন। * প্রশিক্ষণ শেষে ডাটাবেজে প্রশিক্ষণার্থীর নামীয় তালিকা সংরক্ষণ করা হয়।	* এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য-সদস্যগণ ভিডিপি সংগঠন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন এবং ভিডিপি প্লাটুনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। * প্রশিক্ষণ ভাতা হিসেবে ১৫০/- টাকা হারে ১০ দিন প্রশিক্ষণে জন প্রতি ১৫০০/- টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। * প্রশিক্ষণ শেষে প্রাপ্ত ভাতা থেকে ১০০/- টাকা মূল্যের আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ০৫টি শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শেয়ারের মালিকানা লাভ করেন। * প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র প্রদান করা হয়। * এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামের ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা প্লাটুন সমূহ পূর্ণগঠিত হয়। * উক্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রশিক্ষণার্থীগণ ভবিষ্যতে আনসার ও ভিডিপি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ডুব কারিগরী ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে সুযোগপ্রাপ্ত হবেন।
০২	জেলা ভিত্তিক অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ (পুরুষ/মহিলা)	* প্রশিক্ষণার্থীর জাতীয় পরিচয় পত্র থাকতে হবে। * প্রশিক্ষণার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ হতে সর্বোচ্চ ৩০ বছর হতে হবে। * শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে তবে এস.এস.সি বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রীধারীগণকে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। * ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্র থাকতে হবে। * আনসার ও ভিডিপির প্লাটুনভুক্ত সদস্য হতে হবে।	* আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রশিক্ষণ নির্দেশিকার আলোকে মৌলভীবাজার জেলায় প্রতি অর্থ বৎসরে প্রতিটি ধাপে মোট ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। * জেলা কমান্ড্যান্ট আর্থিক বৎসর শুরু হওয়ার আগেই অত্র জেলার সকল উপজেলার কর্মরত উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা গণের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর কোটা বন্টন করেন। * উক্ত প্রশিক্ষণটি আবাসন ও খাবারের সু-ব্যবস্থাসহ ২১ দিন মেয়াদে পরিচালিত হয়। * প্রশিক্ষণে ০৮ (আট) জন অতিথি বক্তা বিভিন্ন ডুব বিষয়ের উপর বিশেষ বক্তব্য প্রদান করেন। * প্রশিক্ষণ শেষে ডাটাবেজে প্রশিক্ষণার্থীর নামীয় তালিকা সংরক্ষণ করা হয়। * উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ফায়ার অনুশীলন করা হয়।	* এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভিডিপি সদস্যগণ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করে এবং হিল ভিডিপি প্লাটুনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। * প্রশিক্ষণ ভাতা হিসেবে দৈনিক ১৫০/- টাকা হারে ২১ দিন প্রশিক্ষণে জন প্রতি ৩১৫০/- টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। উক্ত ভাতা হতে প্রশিক্ষণার্থীদের খাবারের ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় ভার বহন করা হয়। * প্রশিক্ষণ শেষে প্রাপ্ত ভাতা থেকে ১০০/- টাকা মূল্যের আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ১০টি শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শেয়ারের মালিকানা লাভ করেন। * প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে ৪০০/- টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। * প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র প্রদান করা হয়। * উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নির্বাচন, ঈদ, দুর্গাপূজাসহ যেকোনো রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ভাতা ভিত্তিক আনসার ও ভিডিপি সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। * উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী চাকুরীতে ১০% কোটা সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।
০৩	সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ (পুরুষ ও মহিলা)	* প্রশিক্ষণার্থীর জাতীয় পরিচয় পত্র থাকতে হবে। * প্রশিক্ষণার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ হতে সর্বোচ্চ ৩০ বছর হতে হবে। * শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে তবে এস.এস.সি বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রীধারী গণকে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। * সর্বনিম্ন ১৬০ সেগমিঃ অর্থাৎ ৫'-৪" (পুরুষের ক্ষেত্রে) * সর্বনিম্ন ১৫০ সেগমিঃ অর্থাৎ ৫'-০" (মহিলার ক্ষেত্রে) * বৃকের মাপ ৭৫ সেগমিঃ হতে ৮০ সেগমিঃ অর্থাৎ ৩০"-৩২" (পুরুষের ক্ষেত্রে) * দৃষ্টিশক্তি ৬/৬ (স্বাভাবিক) * লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচন কমিটির কাছে শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল/সাময়িক সনদের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, চারিত্রিক সনদের মূল কপি, নাগরিকত্ব সনদের মূল কপি, অভিভাবকের সম্মতিসূচক সনদ, অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের প্রবেশ পত্রের মূল কপি, পাসপোর্ট সাইজের ০৪ কপি সত্যায়িত রবিন ছবিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।	* আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওয়েবসাইট www.ansarvdp.rangamati.gov.bd -এ সাধারণ আনসার (পুরুষ) মৌলিক প্রশিক্ষণের আবেদন লিখক ক্লিক করে আবেদনপত্র দাখিল করা যাবে। * অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফি-২০০/- * প্রার্থীদের প্রথমে প্রাথমিক বাছাই বা শারীরিক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সনদ যাচাইয়ের পর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। * প্রশিক্ষণের পর আনসার-ভিডিপি একাডেমী হতে আনসারদের স্মার্ট কার্ড এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। * অনলাইনে কেন্দ্রীয় প্যানেলে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। * বর্তমানে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য সংস্থায় আনসার অঙ্গীভূত করা হয় অর্থাৎ ০১ জন আনসারের অঙ্গীভূতির মেয়াদ একনাগারে ০৩ (তিন) বৎসর। * অঙ্গীভূতকাল সমাপ্তির পরপরই সংশ্লিষ্ট আনসার সদস্য অঙ্গীভূতির জন্য অটোমেটিক কেন্দ্রীয় প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। * আনসার সদস্যদের অঙ্গীভূতির জন্য ফায়ারিং অভিজ্ঞতাসহ মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হয়।	* সংস্থার চাহিদা মোতাবেক এসএমএস এর মাধ্যমে আনসারদেরকে অঙ্গীভূতির অফার প্রদান করা হয়। * সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে দৈনিক ভাতা ও বাৎসরিক ০২টি উৎসব ভাতা প্রাপ্ত হন। * প্রত্যেক অঙ্গীভূত আনসার সরকারী নির্ধারিত হারে মাসে ২৮ কেজি গম, ২৮ কেজি চাল এবং ০২ লিটার ভোজ্য তেল ভর্তুকি মূল্যে প্রাপ্ত হন। * অঙ্গীভূত হয়ে দায়িত্ব পালন কালে দূর্ঘটনাজনিত কারণে আনসার সদস্যগণ বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল হতে নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের চিকিৎসা ব্যয় বাবদ আর্থিক সহায়তা লাভ করেন। * কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য বিশেষ সম্মাননা পদক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। * কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে পাঁচ লাখ টাকা এবং স্থায়ী পঙ্গুত্ববরণ করলে দুই লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। * উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী চাকুরীতে ১০% কোটা সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।

